দৈনিক বাংলা

তারিখ .03. APR 1993

পৃষ্ঠা... ৫... কলাম... ৬...

গণশিক্ষা কার্যক্রম ঃ অন্তরায় ও প্রতিকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমান গণশিক্ষা কর্মসূচীতে ৪৩টি থানায় মোট ১৭২০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮২৯টি কেন্দ্রে মহিলা শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করছে। অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী সংস্থাসমূহের মোট শিক্ষা কেন্দ্রের অর্ধের সংখ্যক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র।

ইতিপূর্বে সাক্ষরতা কর্মসূচীতে ৪৩টি থানায় মোট ১৭২০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮২৯টি কেন্দ্রে মহিলা শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করছে। অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী সংস্থাসমূহের মোট শিক্ষা কেন্দ্রের অর্ধের সংখ্যক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র।

ইতিপূর্বে সাক্ষরতা কর্মসূচীতে বেসরকারী সংস্থাসমূহ কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কিছু কিছু কাজ করছে। এতে করে উক্ত সংস্থাসমূহের কাজের কোন সমন্বয় ছিল না। কর্মসূচীতে বাস্তবায়নে উক্ত সংস্থাসমূহের কোন নির্দিষ্ট সময় বা সর্বজনগ্রাহ্য কোন প্রাইমারী ছিল না। বর্তমান প্রকল্পের আওতায় মোট ১০১টি বেসরকারী সংস্থাকে গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এই সকল বেসরকারী সংস্থাসমূহকে সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারী সংস্থাসমূহ জাতীয় কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রণীত প্রাইমারী ব্যবহার করছে। এই সংস্থাসমূহের কাজের জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচী নিয়মিত পরিদর্শন, মনিটরিং রিপোর্ট প্রদান এবং অডিট ইত্যাদি জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য থানা পর্যায়ে নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত সকল সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থাকে বিভাবে এই গণশিক্ষা কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগরে উদ্যোগে গণশিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ প্রচলিত সকল প্রকার গণমাধ্যমের সহায়তায় প্রচার প্রচারণার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে সপ্তাহে ২ দিন ৩০ মিনিট করে অনুষ্ঠান প্রচার করছে।

গণশিক্ষা কার্যক্রম বিশ্লেষণ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ

বাংলাদেশে সাক্ষরতা দান কর্মসূচীর প্রভাব ও ব্যাপকতা ছিল অত্যন্ত সীমিত আকারেরে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত কেন্দ্রীয়ভাবে লিখিত ও সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য কোন পুস্তক রচিত হয়নি এবং কোন প্রকার শিক্ষা উপকরণ তৈরী করতেও কেউ এগিয়ে আসেননি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনুরূপ যদি সকল শ্রেণীর নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্গত তাগিদ সৃষ্টি করা যায়, তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অনেকেই পুস্তক প্রকাশনা ও শিক্ষা উপকরণ তৈরী করতে এগিয়ে আসবেন। পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণের সহজলভ্যতা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা গ্রহণের অনেককেই উৎসাহী করে তুলবে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত এই কার্যক্রমে শিক্ষকদের নিয়োগ নিয়মিত নয়। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে। নামমাত্র সম্মানীর বিনিময়ে অস্থায়ীভাবে শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য কোন নির্দিষ্ট বিদ্যালয় গৃহ না থাকায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি শিক্ষকের স্বাভাবিকভাবেই একাত্মবোধ সৃষ্টি হয় না। বিদ্যালয়ের সময়সূচী রাতের বেলা হওয়াতে শিক্ষকের মধ্যে স্বাভাবিক গতিশীলতা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। গণশিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকের মনোভাব পেশাজীবীর নয়—অনেকটা মিশনারীর মত। সমাজের মধ্য থেকে এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যায় কম।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা গোটা পৃথিবীতে একেবারেই নতুন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত অবকাঠামোগত, ঐতিহ্যগত, নান্দনিক এবং দার্শনিক দিগদর্শন এখনও গড়ে ওঠেনি। গণশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের এবং প্রাইমারী নির্ভর। শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দানের পদ্ধতিগত কোন কাঠামো নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন শিক্ষক সৃষ্টি বা উদ্বুদ্ধকরণের তত্ত্বগত কোন দিক নির্দেশনা না থাকায় ভালো শিক্ষক বানানোও এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে একটি নির্ধারিত ছক বাঁধা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন যত সহজ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তত সহজ নয়। কারণ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা অঞ্চল ভেদে ভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

বিচ্ছিন্নভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত হলেও এই সকল কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এই ক্ষেত্রে যারা এই জাতীয় কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা সকলেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছেন। ফলে, গণশিক্ষার জন্য গৃহীত কর্মসূচী বার বার ব্যাহত হচ্ছে।

মাঠ পর্যায়ে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য নিজস্ব কোন অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় শিক্ষাদান কার্যক্রম অনেক সময় ব্যাহত হয়।

শিক্ষা কোর্স সমাপনান্তে তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রকার জীবিকার বা চাকরির সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীকে অনেক সময় ধরে রাখা যায় না।

শিক্ষার্থীর নিকট নিয়মিত ক্লাস করা সময়ের অপচয় বলে মনে হয়। পেশাগত এবং পারিবারিক কাজে ব্যস্ততার অজুহাতে শিক্ষার্থী পড়া-লেখার প্রতি অনেক সময় আগ্রহ প্রদর্শন করে না।

সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ১০১টি বেসরকারী সংস্থা ছাড়াও আরো অনেক সংস্থার মাঠ পর্যায়ে গণশিক্ষা কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন ও মনিটরিং করা সম্ভব হয় না।

গণশিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং উদ্বুদ্ধকরণের প্রক্রিয়ার অভাব থাকায় নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না।

দলমত নির্বিশেষে নিরক্ষরতাকে অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিতকরণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রচলিত সকল প্রকার মাধ্যমে গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্যাপকভাবে সাক্ষরাদেশে গণশিক্ষা কার্যক্রম সফল করার জন্য পেশাজীবী দক্ষ জনশক্তির অভাব।

গণশিক্ষা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক পুস্তক এবং শিক্ষা সামগ্রীর অভাব এবং জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সকল সংস্থার সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সুপারিশ

সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের প্রচলিত সমাজ কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন কাউন্সিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, সরকারের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন পেশার কর্মচারী/কর্মকর্তা, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি ও সামরিক বাহিনী, বিডিআর রাজনৈতিক দলের নেতা/নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন এর মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণের প্রক্রিয়া জোরদার করা যায়। আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যমগুলি যেমন রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র,, সংবাদপত্র সাময়িকী ইত্যাদি গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ভূমিকা গ্রহণক করতে পারে

শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনসাধারণের চাহিদা পূরণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হলে শিক্ষাক্রমকে ধারাবাহিকভাবে পরিমার্জন ও নবায়ন করতে হয়। এর ফলে শিক্ষাক্রম সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে এবং তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এই সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এন সিটিবির ন্যায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাও একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের স্বাক্ষরতা ও স্বাক্ষরতা উত্তর কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম শিক্ষণ লিখন সামগ্রী প্রণয়ন প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব পরিদর্শনের জন্য গণশিক্ষা ইনস্টিটিউটে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্বল্প মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করে শিক্ষকের চাহিদা মেটানো যেতে পারে। এছাড়া বর্তমানে যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সাক্ষরতা কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত তাদের বর্তমান কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যায়। সরকারী পর্যায়ে সাক্ষরতা কর্মসূচী ও প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো সম্ভব হতে পারে।

সাক্ষরতা কর্মসূচী সুষ্ঠভাবে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের জন্য পর্যায়ক্রমে জেলা ও থানা পর্যায়ে দক্ষ পরিদর্শক দল গঠন করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় পৌঁছানো না যায় ততদিন পর্যন্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল মাঠ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের এই সকল কেন্দ্র পরিদর্শনের ক্ষমতা দান করা আবশ্যক। পরিদর্শন কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে তার মতামতসহ প্রতিবেদন পেশ করবেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য স্থায়ীভাবে অবকাঠামো সৃষ্টি করা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল সরকারী এবং বেসরককারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সেই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাক্ষরতদান কর্মসূচী হাতে নেয়া যেতে পারে। এছাড়া সরকারী রেজিস্টার্ডভুক্ত সকল ক্লাব, সমবায় সমিতি গৃহ, মসজিদ মক্তব মাদ্রাসা ইত্যাদি কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। পিটিআই এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোতেও ন্যূনতম দুটি করে কেন্দ্র এই কর্মসূচীর আওতায় আনা যায়।

মহিলাদের সাক্ষর করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত মহিলা বিষয়ক সকল উন্নয়ন কর্মসূচীতে সাক্ষরতাকে একটি অঙ্গ হিসাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ সম্পর্কে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

বয়ঃক্রমের ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রুপের শিক্ষার্থীদের একই সাথে শিক্ষাদান কর্মকসূচী গ্রহণ করতে হবে। নূতনভাবে নিরক্ষরের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে।

বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের সাহায্যে তাদেরকে ছোট ছোট প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দান করা যেতে পারে।

সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুসমন্বিত কার্য প্রণালী বিধি থাকা আবশ্যক।

বর্তমানে থানা পর্যায়ে ১১ সদস্যবিশিষ্ট যে কমিটি আছে সেই কমিটির মূল্যায়নের দায়িত্ব জেলা সমন্বয় কমিটির সভাপতির উপর ন্যস্ত করা যায় এবং একইভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ের ৫ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির মূল্যায়নের দায়িত্ব থানা কমিটির সভাপতির উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। জেলা ও থানা পর্যায়ের এই ২টি কমিটি গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও স্থানীয় সহায় সম্পদ যোগান দেয়ার দায়িত্বে থাকবে।

(সমাপ্ত)